

উচ্চ মাধ্যমিক - বাংলা ২য় পত্র। সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্ন ও সমাধান।

পরীক্ষার্থী- ২০২৫

২। বানান..... ৫ নম্বর

ক)

ধাপ: ১

- I. আধুনিক বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।
- II. বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত ‘অ-তৎসম’ শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

ধাপ: ২

- III. গত্ব-বিধান বলতে কী বোঝ? গত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।
- IV. ষত্ব-বিধান বলতে কী বোঝ? ষত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।
- V. তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। (গত্ব + ষত্ব)

অতিরিক্ত:

- VII. বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। (ঢা.বো-২৩,২৪)
(আলাদাভাবে পড়ার দরকার নেই। পূর্বপঠিত নিয়মগুলোর মধ্যে যেকোনো পাঁচটি লিখলেই চলবে।)

অথবা

খ) প্রদত্ত ৮ টি ভুল বানানের শব্দের মধ্যে ৫ টি শব্দকে শুদ্ধরূপে লিখতে হবে।

সমাধান:

ধাপ: ১

I. আধুনিক বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

- ১। যে সব তৎসম শব্দে ই-কার এবং ঈ-কার উভয়-ই শুদ্ধ সেসব শব্দে ই-কার হবে। যেমন:- কিংবদন্তি, কাহিনি, পদবি, শ্রেণি।
- ২। ‘আলি’ প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ শব্দে ই-কার হবে। যেমন:- সোনালি, রূপালি, বর্ণালি।
- ৩। ভাষা ও জাতিবাচক শব্দে ই-কার হবে। যেমন:- বাঙালি, জাপানি, ইরানি, ইংরেজি।
- ৪। বাংলা ক্রিয়াবাচক শব্দে ই-কার হবে। যেমন:- দেখি, শুনি, পড়ি, লেখি, বলি।
- ৫। সকল অ-তৎসম শব্দে ই-কার হবে। যেমন:- পাখি, হাতি, দিঘি, শাড়ি।
- ৬। অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে ‘কি’ শব্দটি লিখতে হবে। যেমন:- সে কি এসেছিল? তুমিও কি যাবে?
- ৭। স্ত্রীবাচক অতৎসম শব্দে ই-কার হয়। যেমন:- মামি, চাচি, দাদি, নানি, ভাবি।

II. বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত অ-তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

- ১। সকল অ-তৎসম শব্দের বানানে ই-কার হবে। যেমন:- বাঙালি, আসামি, সরকারি।

- ২। সকল অ-তৎসম শব্দের বানানে উ-কার হবে। যেমন:- কুলা, চুন, মুলা, খুশি।
- ৩। অ-তৎসম শব্দের বানানে ‘ণ’ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন:- গভর্নর, ঝরনা, রানি, কোরান।
- ৪। অ-তৎসম শব্দে ‘ষ’ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন:- পোশাক, বেহেশত, শার্ট, স্টোর, স্টেশন।
- ৫। হস্ চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জিত হবে। যেমন:- টক, টাক, ডিশ, শখ, বক।
- ৬। বিশেষণ পদ সাধারণত পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন:- লাল পদ্ম, নীল আকাশ।

ধাপ: ২

III) গত্ব-বিধান বলতে কী বোঝা? গত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

গত্ব-বিধান : তৎসম শব্দে মূর্ধন্য-ণ এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মকেই গত্ব-বিধান বলে। গত্ব-বিধানের নিয়মগুলো হলো-

- ১। সাধারণভাবে তৎসম শব্দে ঋ,র,ষ-এর পর মূর্ধন্য-‘ণ’ হয়। যেমন:- ঋণ, রণ, ভাষণ।
- ২। ঋ,র,ষ-এর পর যে কোন স্বরধ্বনি, ক-বর্গীয় ধ্বনি, প-বর্গীয় ধ্বনি, য,য়,হ কিংবা ‘ং’ থাকলেও তারপরে মূর্ধন্য-ণ হয়।
যেমন:- অর্পণ, গ্রহণ, ভ্রাম্যমাণ, অগ্রহায়ণ, কৃপণ।
- ৩। ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্তব্যঞ্জে মূর্ধন্য-‘ণ’ হয়। যেমন:- কণ্ঠ, কাণ্ড, ঘণ্টা, দণ্ড।
- ৪। প্র, পরা, পরি, নির- এই চারটি উপসর্গের পর দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-‘ণ’ হয়ে যায়। যেমন:- প্রণাম, পরিণাম, পরিণত, নির্ণয়।
- ৫। কিছু তৎসম শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-‘ণ’ হয়। যেমন:- লাবণ্য, লবণ, বাণিজ্য, মণ, বীণা।

IV) ষত্ব-বিধান কী? ষত্ব-বিধানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

ষত্ব বিধান: তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ষ ব্যবহারের সঠিক নিয়মকেই ষত্ব-বিধান বলে।

ষত্ব-বিধানের নিয়মগুলো হলো-

- ১। সাধারণভাবে তৎসম শব্দে ‘ঋ’ বা ‘র’ এর পরে ‘মূর্ধন্য-ষ’ হয়। যেমন:- ঋষি, কৃষক, বর্ষা।
- ২। ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্তব্যঞ্জে ‘মূর্ধন্য-ষ’ হয়। যেমন:- কষ্ট, সৃষ্টি, বৃষ্টি, ওষ্ঠ, কনিষ্ঠ।
- ৩। তৎসম শব্দের বানানে ‘অ’, ‘আ’ ছাড়া অন্য সব স্বরবর্ণের পর সাধারণত ‘মূর্ধন্য-ষ’ হয়। যেমন:- ঈষৎ, উষা, ঔষধ, ভবিষ্যৎ।
- ৪। তৎসম শব্দে ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর সাধারণত ‘মূর্ধন্য-ষ’ হয়। যেমন:- অভিষেক, আবিষ্কার, অনুষ্ঠান, সুষম।
- ৫। কিছু তৎসম শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন:- পাষণ, মানুষ, ভাষা, আষাঢ়।

V. তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

- ১। যে সব তৎসম শব্দে ই-কার এবং ঈ-কার উভয়-ই শুদ্ধ সেসব শব্দে ই-কার হবে। যেমন:- কিংবদন্তি, কাহিনি, পদবি, শ্রেণি।
- ২। তৎসম শব্দে রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: ধর্ম, কর্ম, সূর্য।
- ৩। তৎসম শব্দে ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্তব্যঞ্জে ‘মূর্ধন্য-ষ’ হয়। যেমন:- কষ্ট, সৃষ্টি, বৃষ্টি, ওষ্ঠ, কনিষ্ঠ।
- ৪। তৎসম শব্দে ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্তব্যঞ্জে মূর্ধন্য-‘ণ’ হয়। যেমন:- কণ্ঠ, কাণ্ড, ঘণ্টা, দণ্ড।
- ৫। শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন: প্রধানত, কার্যত, মূলত, প্রথমত।

অতিরিক্ত

v. বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(বানান অধ্যায়ে পঠিত নিয়মগুলোর মধ্যে যে কোনো পাঁচটি নিয়ম লিখলেই হবে)

অথবা খ)

প্রদত্ত ৮ টি ভুল বানানের শব্দের মধ্যে ৫ টি শব্দকে শুদ্ধরূপে লিখতে হবে।

ধাপ: ৩ I. নিচের শব্দগুলোর বানান শুদ্ধ করে লেখ।

বানান অনুশীলন (বোর্ড প্রশ্ন = ২০২৪ - ২০১৬)

অপেক্ষমাণ, অত্যন্ত, অধ্যয়ন, অপরাহ্ন, অধীন, অহোরাত্র, অনসূয়া, অতিথি, অমাবস্যা, আষাঢ়, আবিষ্কার, আকাজক্ষা, আশিস, আশীর্বাদ, আনুষঙ্গিক, আইনজীবী, ইতঃপূর্বে, ইতোমধ্যে, উচ্ছ্বাস, উপর্যুক্ত/উপরিউক্ত, উদীচী, উজ্জ্বল, উর্ধ্ব, ঐকমত্য, ঐকতান, ওজ্জ্বল্য, কথোপকথন, কটুক্তি, কর্নেল, কর্মজীবী, কিংবদন্তি, কুজ্জটিকা, কূপমণ্ডুক, কৃতিত্ব, কৃতিবাস, কৃচ্ছতা, ক্ষতিগ্রস্ত, গৌণ, গীতাঞ্জলি, গ্রন্থাবলি, জ্যেষ্ঠ, জাজ্বল্যমান, জ্যেষ্ঠ, টুর্নামেন্ট, দরিদ্রতা/দারিদ্র্য, দায়িত্ব, দৈন্য/দীনতা, দিবারাত্র, দুস্থ, দুরবস্থা, দুর্বিষহ, দুর্বলতা, দুর্দম, ধ্বংস, নমস্কার, ন্যূনতম, ননদি, নৃপুর, নিরপরাধ, নির্দোষ, নিশীথিনী, নীরব, নীরস, পরজীবী, পরান, পল্লিগ্রাম, পিতৃদত্ত, পেশাজীবী, প্রতিযোগিতা, পৈতৃক, পুনর্নির্মাণ, পূর্বাহ্ন, পিপীলিকা, প্রত্নতাত্ত্বিক, প্রাতর্ভ্রমণ, প্রাণপুরুষ, প্রাণিবিদ্যা, পুরস্কার, পাণিনি, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রজ্বলন, পোস্টমাস্টার, প্রবহমান, প্রণয়ন, প্রণয়িনী, প্রত্যুষ, ফটোস্ট্যাট, বনস্পতি, বন্দ্যোপাধ্যায়, বহিষ্কার, বয়ঃজ্যেষ্ঠ, বাণিজ্য, বাল্মীকি, বাঙ্কনীয়, বিড়ম্বনা, বিদ্বান, বাঙালি, বিদূষী, বিভীষিকা, বিভীষণ, ব্যুৎপত্তি, বুদ্ধিজীবী, বৈয়াকরণ, ব্যবহার, ভুল, ভাষণ, ভীষণ, ভুবন, ভৌগোলিক, মনঃকষ্ট, মনঃপুত, মরীচিকা, মনীষা, মনীষী, মন্ত্রিসভা, মহত্ত্ব, মহীয়সী, মনোযোগ, মাধুর্য/মধুরতা, মুমূর্ষু, মুহূর্মুহ, মূর্ছনা, রেজিস্ট্রেশন, লবণ, লজ্জাকর, শারীরিক, শাশুড়ি, শাস্ত্র, শিরচ্ছেদ, শিরোমণি, শুধু, শুশ্রূষা, শ্বশুরবাড়ি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, শ্রমজীবী, শ্রেণি, শ্মশান, সত্তা, সহযোগিতা, সমীচীন, সরস্বতী, সংবর্ধনা, সচিত্র, সন্ন্যাসী, সম্মাননীয়, সবান্ধব, সর্বস্বান্ত, সর্বস্ব, সলজ্জ, সান্ত্বনা, সুস্থ, সুষ্ঠু, সূচিপত্র, স্টেডিয়াম, স্টেশন, সোনালি, স্বত্বাধিকারী, স্বাতন্ত্র্য, স্বাবলম্বন, স্রোতস্বিনী, সান্ত্বনা, স্বামীগৃহ, স্বাগত, স্নেহাশিস, হীনম্মন্যতা।

নমুনা প্রশ্ন: ২। ক) তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

৫

অথবা, খ) প্রদত্ত শব্দগুলোর সঠিক বানান লেখ: (যেকোনো পাঁচটি)

মুমূর্ষু, উদীচী, শান্তনা, সরস্বতী, কথপোকথোন, শিরচ্ছেদ, দন্দ, বাল্মিকি।

মো. হুমায়ন ফরিদ

প্রভাষক (বাংলা)

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

নির্ব্বার, ঢাকা সেনানিবাস।

কথাসংখ্যা- ০১৭২৫৮৮৯৫১১

ভূতপূর্ব

প্রভাষক- ইম্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস

সহকারী শিক্ষক - পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজ, রংপুর

সহকারী শিক্ষক - সাভার ল্যাবরেটরি স্কুল